26-11-48

সুধীর দাসের
প্রযোজনায়

বাঁকা রেখা

সুধীর দাসের প্রযোজনায়

বাঁকা লেখা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : চিত্ত বসু

কাহিনী ও সংলাপ : মণি বর্ম্মণ : : গান : শৈলেন রায়

সঙ্গীত পরিচালনা : রবীন চ্যাটার্জ্জী

চিত্রগ্রহণ : দেওজীভাই
শব্দধারণ : শচীন চক্রবর্ত্তী
সম্পাদন : কমল গাঙ্গুলী
শিল্প নির্দ্দেশ : সত্যেনরায়চৌধুরী
দৃশ্য সজ্জা : গৌর পোদ্দার

ব্যবস্থাপনা : তারক পাল
রূপ-সজ্জা : রইজ রাম,
আকবর আলি
আবহসঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
স্থির চিত্র : ষ্টিল ফটো সার্ভিস

কর্ম্মাধ্যক্ষ : বিমল ঘোষ

—: সহকারীগণ :—

পরিচালনায় : বিশু দাসগুপ্ত

সঙ্গীতে : উমাপতি শীল
চিত্রগ্রহণে : নিমাই ও মলয় রায়
শব্দধারণে : ইন্দু অধিকারী
সম্পাদনায় : পঞ্চানন চন্দ্র

রাধা ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত

চিত্র নির্ম্মানে সহযোগিতার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন :

১। এম, পি, প্রডাকসন্স
২। দি নিউ ক্যালকাটা ফ্যাশন হাউস

: পরিবেশন :

ডি ল্যাক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

★

রূপ দিয়েছেন যাঁরা

কানন দেবী
সুপ্রভা মুখার্জ্জী
সুহাসিনী
হাসি
মীরা
সন্ধ্যা
আশা

জহর গাঙ্গুলী
কমল মিত্র
বিপিন গুপ্ত
অনুপ কুমার, তুলসী চক্রবর্ত্তী
ৎ মণি ঘোষ, ভূপেন চক্রবর্ত্তী
অজিত চ্যাটার্জ্জী, আদিত্য ঘোষ
মনোজ চ্যাটার্জ্জী, কানাই সিমলাই
গোপাল দে, মহাদেব পাল

চন্দনপুরের জমিদার দেবকান্ত রায়ের অবস্থায় ভাঙ্গন ধ'রেছিল অনেক দিনই ; কিন্তু কেউই সেটা জানতে পারেনি। পার্‌ল সেদিন—যে দিন তিনি সকলের সব দেনা পাওনা চুকিয়ে আত্মহত্যা করলেন।

ছেলে মেয়ের জন্য নীরব আশীর্ব্বাদটুকু ছাড়া আর কিছুই তিনি রেখে যান নি—এমন কি মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকুও নয়। তাই চোখের জল গোপন করে রমা একদিন ছোট ভাই কুণালের হাত ধ'রে কলকাতায় এসে উঠ্‌ল। পোষ্যবর্গ শুকনো পাতার মত আগেই সব ঝ'রে প'ড়েছে। শুধু সুবাসকে বিদায় করা গেল না। সে বলে 'আমাকে তাড়াবার ক্ষ্যামতা, তুমিতো তুমি—ওই চোখ খেগো ভগমানেরও নেই—'

জীর্ণ দোতলা বাড়ীর একতলায় দু'খানি ঘরে তাদের বাসা। ওপরে থাকেন প্রফেসর গুহ। অকৃতদার। কোন এক বেসরকারী কলেজে দর্শনের অধ্যাপক। ভাইবোনকে তিনি বলেন "কন্‌সার্ট পার্টি।" কুণাল গলা নামিয়ে বলে 'পাগল।' তবু একদিন উনান ধরানোর ধোঁয়া উপলক্ষ্যে ওপর নীচের আলাপটা মধুর হ'য়ে উঠ্‌ল।

রমা কাজ খোঁজে। পায় না। হাতের পুঁজি নিঃশেষ হ'য়ে আসে। কুণাল বোঝে না—তাই দিদিকে জোর করে টেনে নিয়ে যায় গোয়ালিয়রের বিখ্যাত যন্ত্রী বিনায়ক শর্ম্মার বেহালা শুনতে। সেখানে টিকিট মেলে না, মেলে লাঞ্ছনা।

নারী নিগ্রহের হাত থেকে বাড়ীর মালিক অসিত রমাকে বাঁচালো বটে, কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারল না। মাথায় চোট পেয়ে তাকে যেতে হ'ল হাসপাতালে।

প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে ব'সে কুণাল সে দিন জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। চির-কাল সযত্নে লালিত হ'য়ে এসেছে যে, এতখানি কৃচ্ছ্রসাধন ভিতরে ভিতরে তার শক্তি ক্ষয় ক'রে এসেছিল। রমা বোঝে ভাইকে বাঁচাতে গেলে চাই পুষ্টিকর খাদ্য, চাই প্রচুর মুক্ত বায়ু

সমস্ত সংস্কারের জাল ছিঁড়ে তাই রমা গেল রেডিও অফিসে—বলল 'যে কোন একটা কাজ দিন।'

তপন চাটুয্যে সে সুযোগ ছাড়ল না। গানের তালিম দেবার অছিলায় ঘন ঘন রমার বাড়ীতে হাজিরা দিতে লাগল। আপত্তি করলেন প্রফেসার গুহ। রমাকে বললেন "কাজ করেই যদি খেতে হয়, বেশ আমি আপনাকে সঙ্গে ক'রে এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি—decent কাজ—"

নিয়ে তিনি যেখানে গেলেন, সেটা তার বন্ধু অসিতের বাড়ী। বন্ধুর মা মরা মেয়েকে মানুষ করতে হবে। অসিত ছিল না, জমিদারীতে গেছে। বেরিয়ে এলেন তার মাসীমা। রমাকে দেখে বললেন 'একি পারবে? মা যে হয়নি, মায়ের দরদ সে পাবে কোথায়!'

হয়ত নিরাশ হ'য়ে রমাকে ফিরতে হ'ত, যদি না অসিতের মেয়ে ছবি ঠিক সেই সময় ঘরে এসে ঢুকত। ফুটফুটে মেয়েটি নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে রমার দিকে। হয়ত তার ভেতর খুঁজে পায় হারাণো মা'কে। তাই এক সময় ঝাঁপিয়ে পড়ল রমার প্রসারিত বাহুর বেষ্টনে। মাসীমা তাঁর মত বদলালেন।

সুরু হ'ল রমার চাকরী জীবন; কিন্তু সেটা বেদনাদায়ক—ঘরে রুগ্ন ভাই থাকে, ওদিকে মাতৃহারা ছবি দুর্ব্বার আকর্ষণে তাকে টানে। এই দ্বন্দ্বেযখন সে ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে উঠেছে, এমনি সময় অসিত ফিরে এল তার জমিদারী থেকে। তাকে দেখে রমা স্তম্ভিত হ'য়ে যায়। অপরিচিত তিনি নন। মনে পড়ে নিগ্রহের হাত থেকে একদিন তিনি বাঁচিয়ে ছিলেন। অসিত কিন্তু সহজ ভাবেই গ্রহণ করে তাকে। বলে 'চাকরী আমি দিই নি। ছবির কাছে হার মেনেই নিয়োগ পত্র পেয়েছেন।'

সে হার স্বীকার করতে অবশ্য রমার লজ্জা নেই। মনটা ধীরে ধীরে সিক্ত হ'য়ে ওঠে কমনীয় মাধুর্য্যে। হয়ত কোন গোপন কোনে ভীরু একটি আশা বাসা বেঁধেছিল; কিন্তু মাসীমার কাছে যেদিন সেটা ধরা পড়ল, সেই দিনই তিনি রমাকে জবাব দিলেন।

চাকরী গেল; কিন্তু মন পড়ে রইল ওই বাড়ীটিতেই। অতৃপ্ত মাতৃত্ব তার ছবির আশে পাশেই ঘুরে বেড়াতে চায়। কুণাল বোঝে দিদি তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। হিংসেয় বুকটা তার জলে যায়। নিয়তি সে নয়, তবু না বুঝেই সে নিষ্ঠুর হস্তে যে বাঁকা লেখা লিখল, তারই বিবরণীটুকু পাবেন রূপালী পর্দ্দায়।

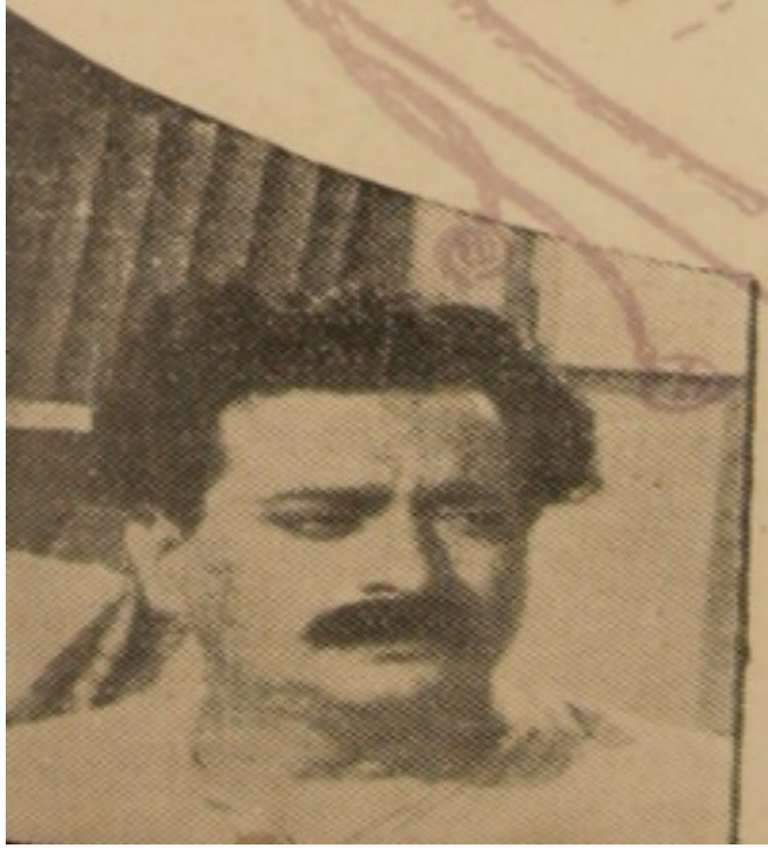

(১)

চল মুসাফির—চল মুসাফির—চল
পথখানি তোর আঁকাবাঁকা
পথখানি পিছল ॥
জীবনটা তোর চাকার গাড়ী
দুঃখ সুখে বোঝাই ভারি—
সুখের টানে চলে গাড়ী
দুখের ভারে নয় অচল ॥
এই দুনিয়ার চাকা ঘোরে
ঘোরে সুরুজ তারা,
দিনগুলি তোর ধুলায় ওড়ে
রাতগুলি হয় হারা—
দিনদুনিয়ার মালিক যিনি
মোদের গাড়ী চালান তিনি,
পথের বাধা বিপদে তোর
ভাবনা কেন বল রে বল ॥

(২)

পথের দেবতা ওগো পথিকের সখা
তুমি ডাক দিলে আমারে—
ঝড়ের রাতের নিবিড় অন্ধকারে।
মাটির এঘর পড়ে যদি ভেঙ্গে ভেঙ্গে
মাটির স্বপনে কেন মিছে রই জেগে—
সর্ব্বনাশের শঙ্কা ভোলাও
আজি এ সর্ব্বহারারে ॥
হায়রে মানুষ জীবন পথের পরে
চরণ-চিহ্ন ধুলায় পড়িবে ঢাকা—
তোর পাথেয় ফুরাবে—রবেনা কিছুই যদি
কেন ধুলার স্বপনে মিছে আর জেগে থাকা।
দুলে ওঠে ওরা, দুলে ওঠে পারাবার,
কেন মিছে ভয় বেজেছে শঙ্খ তার—
ওগো কাণ্ডারী প্রাণ দিয়ে আজ
পরাণে লভিব তোমারে ॥

(৪)

ঘুমের পরী স্বপন জরির পাখা না মেলে যায়—
রাণুর চোখের নীল আকাশে
ঘুম সোহাগের ছায়—
তারা ঘুমায়—চাঁদ ঘুমালো,
আর ঘুমালো দীপের আলো—
নীল পাখীদের গান ঘুমালো
ঘুমের জোছনায়—
আয় ঘুম আয়.....আয় ঘুম আয়!
সবাই বলে ঘুমো ঘুমো
রাণুর মুখে ঘুমের চুমো—
ডালিম ফুলের রঙ্ লেগেছে
রাণুর গালে হায়—
আয় ঘুম আয়!
ঘুম লেগেছে বাব্‌লা গাছে
তেপান্তরের মাঠে—
হুটোহুটি ছুটোছুটির
হট্টগোলের হাটে।
ঘুম লেগেছে দুষ্টু মিতে—
ঘুমের সাথে কুটুম্বিতে,
ঘুম পেলে যে রাণু সোনা
আর কিছুনা চায়—
আয় ঘুম আয়!

(৬)

শুধাই আমার ভাগ্যরাতের তারারে
মিছে কেন মোরে জ্বালো—
তোমার এ শিখা আমার পরাণে
জ্বালেনি আঁধারে আলো!
যে ফুল কুড়াতে যাই
অকারণে ঝরে তাই—
আঁচলে ঢাকিয়া যে দীপ জ্বালিগো
আঁধারে সে হারালো!
তোমার নিখিলে হায়
আমি কি হয়েছি ভার—
যেখানে পরশ মম
সেখানে অন্ধকার—
কেন মোরে বারে বারে
শুধু চাও কাঁদাবারে—
জীবনের বীণা কেন গো বাজাও
সুর যদি ফুরালো!

(৭)

কেন দোলা দিয়ে স'রে যাওগো—
তুমি ব্যথা দিয়ে স'রে যাও—
কেন নয়নে নয়নে চেয়ে শুধু
স্বপন রাঙাতে চাও!
যদি তুমি রবে আড়ালে
কেন বল' প্রেম জাগালে—
যদি তিয়াসা আমার মিটিবেনা
কেন ওগো তৃষা জাগাও!
ফুলের জীবন ধন্য হয়েছে
ভ্রমরে পেয়েছে ব'লে—
জলের কুমুদি জলে ঝ'রে যায়
চাঁদ যদি পড়ে চ'লে!
কেন বল দিতে বাধে গো
মনে যদি মধু কাঁদে গো—
যদি নিজেরে ভোলোনা মোর লাগি
কেন গো মোরে ভোলাও।

(৮)

নীল পাহাড়ের ওপারে আছে স্বপ্নের দেশ—
সেথায় উদয় অস্ত আকাশে ছড়ায়
মেঘেরা সোনালী কেশ!
স্বপন লোকের পরীরা সেথায়
নুপুর বাজায়ে চলে—
গান ঢেলে দেয় বনের পাখীরা
ফোটাতে কুসুম দলে!
মানুষের প্রেম হয়ত সে দেশে
আজিও হয়নি শেষ—
নীল পাহাড়ের ওপারে আছে স্বপ্নের দেশ।
কে যেন কোথায় বনের ছায়ায়
বাঁশরী ধরেছে হায়—
সে সুর শুনিয়া বিমনা আকাশ
মাটিকে বাঁধিতে চায়!
মনে মনে আজ অজানা এ কোন
স্বপনের ছোঁয়া লাগে—
ভ্রমরের গানে, পাখীর কুজনে, কুসুমের অনুরাগে —
হৃদয় যেন হ'তে চায় আজ স্বপনে নিরুদ্দেশ॥

কয়েকখানি আগামী চিত্র—

এম·পি·প্রোডাকসন্সের—

বিদুষী-ভার্য্যা

শ্রেঃ মলয় রায়·পরেশ বন্দ্যোঃ

পরিচালনা : নরেশ মিত্র

ডি-ল্যুক্স পিকচার্সের—

আত্মর্পণ

শ্রেঃ অনুভা·কমল·নরেশ মিত্র

পরিচালনা : নির্ম্মল তালুকদার

সুর : রবীন চট্টোপাধ্যায়

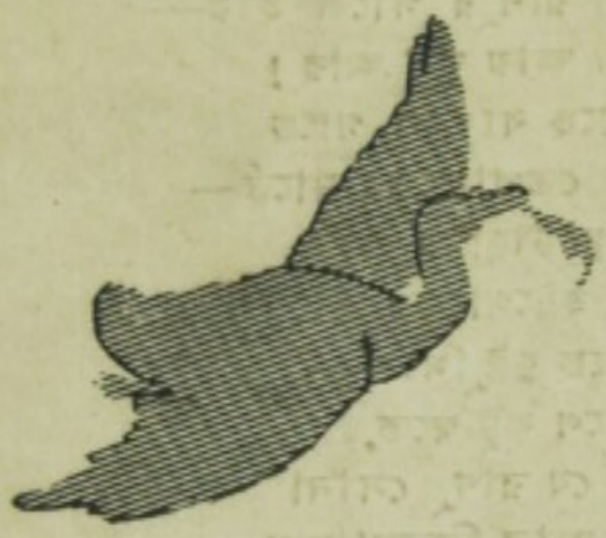

নরেশ মিত্রের পরিচালনায়

মধুচক্র প্রোডাকসন্সের

[illegible]

এবং

দেবকী বসু পরিচালিত চিত্রমায়ার

কবি

পল্লী-বাংলার লুপ্তপ্রায়

কাব্য-প্রতিভার কথা!

শ্রেঃ অনুভা·নীলিমা·রবীন·নীতীশ

সুর : অনিল বাগচী

একমাত্র পরিবেশক :

ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : : কলিকাতা

ডি, ল্যুক্স, ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স-এর পক্ষ হইতে শ্রীরণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও জুভেনাইল আর্ট প্রেস ৮৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে জি, সি, রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।